

1940-এর দশকে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম ভৌগোলিক গ্রিফিথ টেলর (Griffith Taylor) প্রথম নবনিয়ন্ত্রণবাদের ধারণা দেন। চরম সম্ভাবনাবাদের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, পৃথিবীতে এরূপ পরিবেশ খুব কমই আছে যেখানে মানুষের পছন্দ বা সুযোগ (Possibilities) - এর পরিমাণ অনেক বেশী। এরূপ পরিবেশ মূলত: নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ, যেখানে মানুষের পছন্দ মতো কাজ করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বাকী প্রায় 9/10 অংশ ভূ-পৃষ্ঠে (উদাহরণস্বরূপ তিনি অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখ করেন) পরিবেশ মানুষকে এরূপ স্বাধীনতা দেয়নি কারণ এখানকার প্রকৃতি হয় খুব বৃষ্টি বা খুব শীতল বা খুব আর্দ্র ইত্যাদি — অর্থাৎ চরম প্রকৃতির। এরূপ স্থানে প্রকৃতির ইচ্ছিত না বুঝে মানুষ যদি কাজ করে তবে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। টেলর মনে করতেন, মানুষ তার ইচ্ছে বা পছন্দ মতো কাজ করতেই পারে, কিন্তু তা স্বল্পস্থায়ী, মানুষের যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কখনই পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না।

1948 সালে প্রকাশিত, অস্ট্রেলিয়ার ওপর রচিত তাঁর গ্রন্থে তিনি বলেছেন— কোনো দেশের মূল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সেই এলাকার পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তাই ভৌগোলিকদের উচিত সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজ সঠিক হবে তা চিহ্নিত করা। তাঁর মতে, মানুষ শুধুমাত্র সভ্যতার বা উন্নয়নের গतिकে হ্রাস করতে বা থামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি নির্দিষ্ট পথের বাইরে উন্নয়নের অভিমুখ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি দূরদর্শী হয় তবে প্রকৃতির নির্দেশিত পথের বাইরে কখনই তার যাওয়া উচিত নয়, মানুষ একটি বড় শহরের ট্রাফিক পুলিশের মতো, যে সিগন্যালের সাহায্যে শুধুমাত্র গাড়ির গতিককে কমাতে বা থামাতে পারে, কিন্তু গাড়ির দিক পরিবর্তন করতে পারে না (Stoddart, 1990)।

The best economic programme for a country to follow has in large part been determined by nature (environment) and it is the geographer's duty to interpret this programme. Man is able to accelerate, slow or stop the progress of a country or (region's) development. But he should not, if he is wise, depart from directions as indicated by the natural environment. He (man) is like the traffic controller in a large city who alters the rate but not the direction of progress. — Stoddart, 1990

অর্থাৎ টেলর বলতে চেয়েছেন, যে কোনো অঞ্চলেই প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছু সুযোগ বা সম্ভাবনা বা দিক নির্দেশ করে, মানুষ তার প্রয়োজন ও সাধ্যমতো সেই সুযোগ বা দিক গুলির মধ্যে এক বা একাধিক রাস্তা পছন্দ করতে পারে। কিন্তু এই প্রকৃতি প্রদত্ত সুযোগের বাইরে মানুষ যদি যায় তাহলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ এখানে আমরা চরম নিয়ন্ত্রণবাদ বা কটর সম্ভাবনাবাদের মাঝামাঝি একটি ধারণা পাচ্ছি। প্রকৃতি কিছু সুযোগ প্রদান করছে অর্থাৎ সুযোগ বা রাস্তার সংখ্যা প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কোনো স্থানে এই সুযোগের সংখ্যা বেশী (যেমন নাতিশীতোষ্ণ এলাকা) আবার কোথাও সুযোগের সংখ্যা কম (যেমন— মরুভূমি এলাকা)—এখানে আমরা নিয়ন্ত্রণবাদের ধারণা পাচ্ছি। আবার প্রকৃতির দেওয়া সুযোগ গুলির মধ্যে মানুষ স্বাধীন ভাবে এক বা একাধিক রাস্তা নির্বাচিত করতে পারছে। অর্থাৎ, মানুষ এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মেরু অঞ্চলের মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রকৃতি সীমিত কিছু সুযোগ (যেমন— শিকার, ফলমূল সংগ্রহ ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছে। মানুষ যদি প্রকৃতির ইচ্ছিত না বুঝে সেখানে 'কৃষিকাজ' করতে যায়, তা হলে সে অবশ্যম্ভাবী ভাবে ব্যর্থ হবে। বরং সে যদি 'শিকার' কে পেশা রূপে নির্বাচন করে এবং নিজের কারিগরী দক্ষতার সাহায্যে উন্নত অস্ত্র বা নৌকা ইত্যাদি ব্যবহার করে শিকার করে তাহলে তার উন্নয়ন দ্রুত হবে। অর্থাৎ ট্রাফিক পুলিশ যেমন গাড়ি কোন দিকে বা কোন রাস্তায় যাবে সেটা ঠিক করতে পারেনা ঠিক তেমনই কোন অঞ্চলে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত—সেটা মানুষ নয় বরং প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। আবার ট্রাফিক পুলিশ যেমন লাল সিগন্যাল দ্বারা গাড়ির গতি বৃদ্ধ করতে, আবার সবুজ

সংকেত দ্বারা গাড়ির গতি ত্বরান্বিত করতে পারে, মানুষও তেমনি তার কারিগরী দক্ষতা, জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃতি নির্দেশিত পথে তার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে, আবার নিবুদ্ধিতার দরুন উন্নয়নের গতিতে শ্লথও করে দিতে পারে। টেলর এই ধারণাকে 'stop and go' নামেও অভিহিত করেন। ট্র্যাফিক পুলিশ যেমন 'Stop & go' পদ্ধতিতে ট্র্যাফিকের গতি নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক তেমনি মানুষ নিজ কারিগরী দক্ষতার সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পরিবর্ধন করতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। 1960-এর দশকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভি আনুচিনও (V. Anuchin) টেলরের মতো একই মত প্রকাশ করেন।